রাজ্যে | রাজ্যে

গৃহবধূরা দক্ষ কর্মীর মতোই পরিষেবা দেয়: আদালত

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : একজন গৃহবধূ দক্ষ কর্মীর মতোই পরিবারে পরিষেবা দেন বলে মন্তব্য করেছে দিল্লির একটি আদালত। মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেমস ট্রাইব্যুনাল (এমএসিটি) ৩২ বছরের এক গৃহবধূকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৩০.৬৩ লক্ষ টাকা দানের নির্দেশ দেওয়ার সময় এই মন্তব্য করেছে। প্রসঙ্গত, চার বছর আগে ওই গৃহবধূ পথদুর্ঘটনায় তাঁর একটি পা হারান।

২০১৩ সালে মাত্র ৬ মাসের শিশুপুত্রকে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন ওই মহিলা। সেই সময় আরটিডি-র একটি গাড়ি বেপরোয়া গতিতে এসে তাকে ধাক্কা মারে। ওই গৃহবধূ দারুণভাবে জখম হন। তাঁর শরীরের ৮৩ শতাংশই কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। শিশুপুত্রটিও মাথায় গুরুতর আঘাত পায়। এরপর তিনি সাহায্যের জন্য এমএসিটি ট্রাইব্যুনালের শরণাপন্ন হন। সেই মামলার রায় দিতে গিয়ে এমএসিটি-র প্রিসাইডিং অফিসার অরুণ ভরদ্বাজ এদিন বলেছেন, ওই মহিলা গাড়ির ধাক্কায় আহত হওয়ার পর তাঁর ডান দিকে পায়ের নিম্নাংশের ৮০ শতাংই পঙ্গু হয়ে যায়। এমনকি তাঁর শরীরের ৪০ শতাংশ কার্যত অক্ষম হয়ে পড়ে।

ট্রাইব্যুনাল টাটা এআইজি জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেডকে ওই মহিলাকে ৩০.৬৩ লক্ষ টাকা এবং মাথায় আঘাত পাওয়া তাঁর শিশুপুত্রকে ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কারণ অপরাধী আরটিডি-র ইনসিওরেন্স রয়েছে টাটা এআইজি জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে। রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি ভরদ্বাজ আরও বলেছেন, পথদুর্ঘটনার কারণে যে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে তাঁর ডান পায়ে সেজন্য বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত তাঁকে। ২০০২ সালের ২ অক্টোবর ওই মহিলা তাঁর আবেদন দাখিল করে এই ক্ষতিপূরণ চান। ওই মামলার রায় দিতে গিয়ে এমএসিটি-র প্রিসাইডিং অফিসার

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সর্বসম্মত প্রার্থী দিতে চায় বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : জুলাই মাসে বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি কাকে রাষ্ট্রপতি করতে চায়, তা এখনই স্পষ্ট নয়। তবে একাধিক নাম ভেসে উঠছে রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হিসেবে। এদিকে গত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই কার্যত ছত্রভাঙা বিরোধীরা। এবার জোট বেঁধে প্রার্থী দিতে চায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে।

এজন্য প্রথমেই নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে চাইছে তারা। জানা গেছে, বিজেপির বিরুদ্ধে জনতা দল (সংযুক্ত) নেতা শরদ যাদবকে প্রার্থী হিসেবে দেখতে চায় বিজেপি। যাদব এদিন নিজেই বলেছেন, বিরোধীদের নির্দিষ্ট প্রার্থী দেওয়া হলে সুফল মিলতে পারে।

কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধিও সর্বসম্মত প্রার্থী দেওয়ার জন্য রীতিমতো উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যেই এ নিয়ে বিরোধী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন বলে জানা গেছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীদের সম্মিলিত প্রার্থী দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই সোনিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। সোনিয়া বলেছেন, সব বিরোধী দলকে এক করে একজন সর্বসম্মত প্রার্থী দিতে আগ্রহী তারা। এজন্য একটি কমন প্ল্যাটফর্মও গড়ে তুলতে চান।

রাজ্যসভার সদস্য এবং কেন্দ্রের প্রাক্তন মন্ত্রী শারদ যাদবের দাবি, বিরোধীরা সর্বসম্মত প্রার্থী দিলে তার ফলাফল ভালই হবে। কারণ উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৪০৩টির মধ্যে ৩১২টি আসন পেলেও সমাজবাদী পার্টি, বসপা ও কংগ্রেসের যৌথ ভোট তাদের তুলনায় অনেক বেশি। শরদ যাদবের সংসদের সদস্য হিসেবে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই কারণে যাদবকেও এবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীদের সম্মিলিত প্রার্থী হিসেবে দেখা যেতে পারে। তিনি নিজে অবশ্য এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। জনতা দল (সযুক্ত) প্রধান এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ইতিমধ্যেই সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে দেখা করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সর্বসম্মত প্রার্থী দেওয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাম নেতারা, সীতারাম ইয়েচুরি এবং সিপিআই-এর শীর্ষ নেতারাও সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করে সর্বসম্মত প্রার্থী দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

সব সমস্যার সমাধান করতে পারে আরএসএসের আদর্শ, দাবি নীতীন গড়করির

মুম্বই, ৩০ এপ্রিল : আরএসএসের আদর্শ সব সমস্যাই সমাধান করতে পারে। অন্তত এমনটাই দাবি করেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও আরএসএসের সদস্য নীতীন গড়করির। মুম্বইতে রমেশ মেহতার আরএসএসের উপর একটি বইয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসে এই মন্তব্য করেছেন নীতীন। বইটির প্রকাশও লোটাস পাবলিকেশন।

আরএসএসের আদর্শ নিয়ে এই সংগঠনের সদস্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গড়করি এদিন অনেক ভাল ভাল কথা বলেন। গড়করির দাবি, বছরের পর বছর মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু এই দুই মতবাদই ডাহা ফেল করেছে। আর্থ-সামাজিক সমতা আনার ক্ষেত্রে এখন দেখা যাচ্ছে, আরএসএসের নীতি-আদর্শই সঠিক পথ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারে এই মতবাদ।

শুধু এটুকু বলেই থেমে যাননি প্রবীণ বিজেপি নেতা। তাঁর আরও দাবি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একদিন সারা বিশ্বকে পথ দেখাবে আরএসএস মডেল। সংগঠনটিকে ঘিরে এখন চারপাশে নানাবিধ অপপ্রচার চলছে। কিন্তু এই অপপ্রচারের মধ্যেই তার প্রতিশ্রুতি পালনের মধ্যে দিয়েই বেঁচে থাকবে আরএসএস।

গড়করির আরও দাবি, আরএসএস প্রচুর ভাল কাজ করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত জীবনাচরণ ও জাতির প্রতি কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে আরএসএস মানুষকে নিরন্তর শিক্ষা দিয়ে চলেছে। কাজেই আরএসএস সম্পর্কে সমাজের যে ধারণা, এবার তা বদল করার সময় এসেছে বলেও মন্তব্য করেছেন গড়করি। এই অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল রাম নায়েকও হাজির ছিলেন।

শরিয়তে অনুমোদন নেই তিন তালাকের, দাবি বেঙ্কাইয়ার

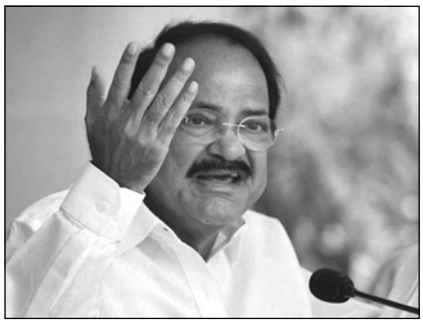

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : তিন তালাক নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বেঙ্কাইয়া নাইডু দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেছেন শরিয়তে তিন তালাকের কোনও অনুমোদন নেই। কাজেই তিন তালাককে ধর্মীয় ইস্যু করা উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসকেও একহাত নিয়ে নাইডুর দাবি, গত কয়েকবছর ধরেই তিন তালাক ইস্যুতে কংগ্রেস অদ্ভুতরকম মৌনতা অবলম্বন করে চলছে। প্রসঙ্গত, তিন তালাক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা শুরু হয়েছে, সেখানেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি এই প্রথাটির অবসানের জন্য জোরালো সওয়াল করেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা তিন তালাক নিয়ে প্রায়ই মতামত প্রকাশ করছেন। তবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বেঙ্কাইয়া নাইডু এ নিয়ে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। এর আগেও তিন তালাক প্রথার অবসানের স্বপক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। এদিনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, তিন তালাক সমান অধিকারের বিষয়। মুসলিম মহিলারা সমাজে অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে সমান মর্যাদা বজায় রেখে জীবনধারণ করতে পারবেন কি না, সেই বিষয়টি এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। তিন তালাককে ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে মিশিয়ে ফেললে ঠিক হবে না। কারণ শরিয়তে এর কোনও অনুমোদন নেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, কেন একই সমাজের মহিলাদের মধ্যে বৈষম্য থাকবে। এখনই এর অবসান হওয়া উচিত। এই বিষয়টির রাজনীতিকরণ করা উচিত নয় বলেও দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী।

কংগ্রেসের দুই প্রবীণ নেতা গুলাম নবি আজাদ ও মল্লিকার্জুন খার্গে রাজনৈতিক মাইলেজ পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিন তালাক ইস্যুটির রাজনীতিকরণ করছেন বলে অভিযোগ করেছেন। এই অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে নাইডু এদিন কড়া ভাষায় কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেছেন, ''প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন তা মুসলিম সমাজের ভেবে দেখা উচিত। কারণ কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরেই নিজেদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতা বলে জাহির করে আসছে।

অথচ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলাদের সম্পর্কে তাদের কোনও উদ্বেগই নেই। ধর্মকে ভিত্তি করে মহিলাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তাদের সমান অধিকারের দাবি। অথচ এ সত্ত্বেও বছরের পর বছর ধরে তিন তালাক ইস্যু নিয়ে নীরব রয়েছে কংগ্রেস। এবার তাদের জবাব দেওয়ার সময় হয়েছে।

আর একটি প্রশ্নের জবাবে বেঙ্কাইয়া বলেছেন, স্বঘোষিত গো-মাতার নজরদারদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই মুখ খুলেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা আছেন, যারা যখন ইচ্ছে, যা খুশি বলে থাকেন। তারা প্রত্যেকটি বিষয় নিয়েই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন এবং অসত্য প্রচার করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিন তালাক ইস্যুতে সারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাইছেন। অথচ তা ঠিকঠাক হজম হচ্ছে না কিছু বিরোধী নেতার। তারা একইসঙ্গে কিছু ইস্যু এবং কিছু নন-ইস্যুকে বেছে নিয়ে মিথ্যা প্রচারে উৎসাহ জোগাচ্ছে। নতুন ভারতবর্ষ গড়াই এখন দেশের সব মানুষ এবং রাজনৈতিক দলগুলির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

সমাজের সব সম্প্রদায় বিশেষ করে দরিদ্র এবং যুবকদের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক দাবি করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাবতীয় রাজনৈতিক দলের কাছে রাজনীতি নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব ছেড়ে গঠনমূলক এবং ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য আবেদন করেছেন।

সিরিয়ায় মার্কিন হানায় নিহত ভারতীয় জঙ্গি আবু তাহির

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : কেরলের তালঘাটের বাসিন্দা আবু তাহিরের মার্কিন বিমান হানায় সিরিয়ায় মৃত্যু হয়েছে। ২০১৩ সালে তাহির উমরাহতে যোগ দেওয়ার জন্য সিরিয়ায় যায়। তারপর সে আর দেশে ফেরেনি। তাহির আল কায়দার সন্দেহভাজন জঙ্গির তালিকায় ছিল। পরে সে আইসিসেও যোগ দিয়েছিল বলে জানা গেছে। আফগানিস্তানের নানগরহার প্রদেশে অচিন জেলায় সম্প্রতি ব্যাপক মার্কিন বিমান হানা হয়। পরমাণু বোমা না হলেও ওই বোমার মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা সেখানে ফেলে মার্কিন সেনা। তাদের এই বোমার টার্গেটও ছিল আইসিসের শিবির এবং জঙ্গিরা। এই মার্কিন বিমান হানাতেই আবু তাহিরের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

তাহিরের এক আত্মীয় থাকেন সারজায়। গত ৪ এপ্রিল মোবাইলে তিনি একটি মেসেজ পান। ওই মেসেজে জানা যায়, কেরলের পালঘাটের বাসিন্দা আবু তাহিরের মার্কিন বিমান হানায় মৃত্যু হয়েছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে আইসিসের আরও এক জঙ্গির আফগানিস্তানে ড্রোনের হামলায় মৃত্যু হয়েছিল। আবু তাহির ছাড়াও আরও চারজনের এই বিমান হামলায় মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এক বছরেরও বেশি আগে ব্রিস্টান ও হিন্দু পরিবারের ২১ জন যুবক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। দুই ব্যক্তি পৃথক পৃথকভাবে আবু তাহিরের পরিবারের কাছে মেসেজ পাঠিয়ে জানিয়েছে মৃত্যুর ঘটনার কথা। এর আগে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ ভারতের বাইরে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিলেন। তদন্তে জানা যায়, এই ষড়যন্ত্রের ফলেই ২০১৫ সালের জুলাই মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জঙ্গি হামলা হয়। আবু তাহির ওই ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল কিনা, এখনও তা পরিষ্কার নয়। তবে জুলাই মাসে জঙ্গি হামলার আগে যে ষড়মাপের ষড়যন্ত্র হয়েছিল তা পরিষ্কার।

ধিংরা রিপোর্ট নিয়ে রবার্ট বঢড়াকে খোঁচা স্বামীর

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : ধিংরা কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে সোনিয়া গান্ধির জামাই রবার্ট বঢড়া যে মন্তব্য করেছেন, তাতে ক্ষুব্ধ বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। রবিবার স্বামীর এই মন্তব্যের জেরে রবার্টকে একহাত নিয়েছেন, এমনকি নেহরু পরিবারের সদস্যদেরও রেয়াত করেননি। ভারতীয় জনতা পার্টির ফায়ার ব্র্যান্ড সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী রবিবার বলেছেন, বঢড়া চান বা না চান, সত্যি একদিন প্রকাশ পাবেই। প্রসঙ্গত, রবার্ট বঢড়া কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বহু তথ্যকে অসত্য বলে বর্ণনা করেছেন। ধিংরা কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০০৮ সালে হরিয়ানায় বেআইনিভাবে জমি বিক্রি করে প্রায় ৫০.৫ কোটি টাকা মুনাফা লুটেছেন। ২০১৫ সালে হরিয়ানার মনোহরলাল সরকার ধিংরা কমিশন তৈরি করে। ওরগাঁওতে যেভাবে বিপুল পরিমাণ জমি কিছু প্রতিষ্ঠানকে সামান্য পয়সায় বিক্রি করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখার ভার দেওয়া হয় এই কমিশনকে। রবার্ট বঢড়ার কোম্পানি স্কাইলাইট হসপিটালিটিও কমিশনের তদন্তের আওতায় আসে। কমিশনের রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। আর সেই রিপোর্ট সম্পর্কে রবার্ট বঢড়ার মন্তব্যের জেরেই তাঁকে এদিন আক্রমণ করেছেন স্বামী।

রবার্টকে তীব্র আক্রমণ করে স্বামী এদিন বলেছেন, যে জমি স্কুল, হাসপাতালকে কম পয়সায় দেওয়ার কথা, সেই জমি হরিয়ানার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ভ্রদার সাহায্য নিয়ে তিনি কিনেছিলেন, এখন কেন সেকথা অস্বীকার করছেন। স্বামীর দাবি, ওই একই জমি ডিএলএসকে অনেক বেশি দামে হরিয়ানার সরকার যে বিক্রি করেছিল সেকথা রবার্ট কেন অস্বীকার করছেন। এমনকি প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকেও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে ছাড়েননি তিনি। প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, রবার্ট বঢড়ার কোম্পানি স্কাইলাইট হসপিটালিটির আর্থিক দিকটি সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। এই প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কাকে তামাসার ঢঙে আক্রমণ করে বলেছেন, নেহরু পরিবারের সদস্যদের স্বভাবই হল তারা অন্যের খারাপ সময়ে কখনই তার পাশে দাঁড়ান না।

এখন ভাবতে সকলের কষ্ট হচ্ছে যে, প্রিয়াঙ্কার স্বামী কী করেছেন, তা তিনি কিছুই জানেন না। হতেই পারে তাঁদের আলাদা আলাদা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তাই স্বামীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা নেই। কিন্তু স্বামী তাঁর সঙ্গে কিছুই আলোচনা করেননি একথা ভাবা অসম্ভব। এর থেকেই বোঝা যায়, নেহরু পরিবার অন্যের বিপদে কখনই পাশে দাঁড়ায় না।

প্রসঙ্গত, শনিবারই রবার্ট বঢড়া ধিংরা কমিশনের রিপোর্টে তাঁর সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, সত্য গোপন করা হচ্ছে। কিন্তু একদিন তা প্রকাশ পাবেই। এমনকি ফেসবুকে তিনি লিখেছেন, কমিশনের রিপোর্টে তাঁর সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না।

কর্ণাটকে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কমাতে দুই শিবিরের ৪ সদস্যকে অপসারণ বিজেপির

বেঙ্গালুরু, ৩০ এপ্রিল : দলের কর্ণাটক ইউনিটের সদস্যদের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব কমাতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অভিনব ব্যবস্থা নিলেন। রাজ্যের দুই শিবির থেকে দু'জন করে নেতাকে ছেঁটে ফেলা হল ক্ষমতার বৃত্ত থেকে। রাজ্য সভাপতি বি এস ইয়েদুরাপ্পা এবং দলের প্রবীণ নেতা কে এস এসাওয়ারপা'র শিবিরে এই চার নেতার বিরুদ্ধেই দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের অভিযোগ ছিল।

এছাড়া রায়না ব্রিগেডের কাজে যোগদান থেকে আপাতত দলীয় সদস্যদের সরে থাকতেও নির্দেশ দিয়েছে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, দলিত ও অনগ্রসর শ্রেণির সদস্যদের নিয়ে এই অরাজনৈতিক ফোরামটি তৈরি করেছেন দলের প্রবীণ নেতা এসাওয়ারপা। তবে বিজেপিরই অন্দরে কানাঘুষো শোনা যায়, নিজের শক্তি দেখাতেই এই অরাজনৈতিক ফোরাম তৈরি করেছেন এসাওয়ারপা। এইসঙ্গে দলের দুই শিবিরকেই প্রকাশ্যে এবং প্রচারমাধ্যমের কাছে মুখ না খোলার জন্য অনুরোধ করেছেন।

প্রসঙ্গত, বেশ কিছুদিন ধরেই কর্ণাটকে বিজেপির দুই শিবিরের মধ্যে গোলমালের খবরে বিরক্ত হচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। রাজ্য সভাপতি বিএস ইয়েদুরাপ্পা এবং প্রবীণ নেতা কে এস এসাওয়ারপা শিবির একে অন্যের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ আনছিল। শেষ পর্যন্ত কর্ণাটকে নির্বাচনের কথা ভেবেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হস্তক্ষেপে বাধ্য হলেন। কর্ণাটকের দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন দলের প্রবীণ নেতা মুরলীধর রাও। তিনি শনিবার দিল্লি থেকে উড়ে আসেন বেঙ্গালুরুতে। এরপরই দফায় দফায় বৈঠক শুরু হয় দুই শিবিরের নেতাদের সঙ্গে। রবিবার বৈঠক শেষে ৪ সদস্যকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মাধব রাও। গত ২৭ এপ্রিল দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও প্রকট হয়ে ওঠে যখন প্রবীণ নেতা এসাওয়ারপা সংগঠনকে বাঁচাতে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনের খবর পাওয়া মাত্রই ইয়েদুরাপ্পা শিবিরে প্রবল বিরোধিতা শুরু করে।

দিনভর চেষ্টার পর শেষ রাত্রেই রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক এন রবিকুমার ঘোষণা করেন, কর্ণাটকে বিজেপির সহ-সভাপতি ভানুপ্রকাশ এবং নির্মল কুমার সুরানা, রোহিতা মোচর্ি সহ-সভাপতি সাংসদ রেণুকা আচারিয়া এবং দলের মুখপাত্র জি মধুসুদনকে আপাতত তাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, ভানুপ্রকাশ এবং সুরানা এসাওয়ারপার সম্মেলনে রীতিমতো মঞ্চে উঠে ভাষণ দেন। অন্যদিকে রেণুকা আচারিয়া এবং জি মধুসুদন ইয়েদুরাপ্পার ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। তাঁদের বিরুদ্ধেও বিস্তর অভিযোগ ছিল।

দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে দুই শিবিরের এই ঝগড়ার কথা পৌঁছতেই উড়ে আসেন মুরলীধর রাও। বৈঠক শেষে তিনি ঘোষণা করেন চার সদস্যকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের কথা। এসাওয়ারপা'র রায়না ব্রিগেডের সঙ্গে বিজেপির যে কোনও সম্পর্ক নেই তাও রীতিমতো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন রাও। দলীয় সদস্য, নেতা ও কর্মীদের ওই ব্রিগেডের কাজে অংশ না নেওয়ার জন্য কড়া নির্দেশ দেন।

আলোচনার আগে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চান মেহবুবা

শ্রীনগর, ৩০ এপ্রিল : বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে বৈঠকে বসার আগে উপত্যকায় শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চান জম্মু এবং কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধবের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে এই মন্তব্যই করেছেন মেহবুবা। তিনি আরও বলেছেন, ২-৩ মাস পরপরই জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। আগামী কয়েকমাস আরও বিপজ্জনক কিছু অপেক্ষা করে আছে সম্ভবত। তাই উপত্যকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে এনে তারপরই আলোচনা শুরু করা উচিত। মেহবুবা মনে করিয়ে দিয়েছেন, কাশ্মীর সমস্যা কমপক্ষে ৭০ বছরের পুরনো। কাজেই একদিনে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে কেন্দ্রকে আলোচনা শুরু করার জন্য কাশ্মীরের বার অ্যাসোসিয়েশন সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, দেশে মূল ধারার মধ্যে ফিরে না এলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা নয়। এই বিষয়টি নিয়ে এদিন মেহবুবা মুফতির সঙ্গে আলোচনা করেন রাম মাধব। সেই সময়ই মেহবুবা তাঁকে বলেন, কেন্দ্রেরই উচিত, রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে বিপথগামী যুবকদের সঙ্গে আলোচনা করা। এই প্রসঙ্গে তিনি এনডিএ সরকারের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, ''আমাদের উচিত, বাজপেয়ীজি যেখানে কাজ অসমাপ্ত রেখে গিয়েছেন, সেখান থেকেই শুরু করা। মোদীজি সবসময়ই বলেন, তিনি বাজপেয়ীজির পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন। তবে বাজপেয়ীর নীতি গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সংঘাত নয়, আলোচনাই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার পথ খুলে দিতে পারে।

হায়দরাবাদে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার বিজয়ী শ্রী কে বিশ্বনাথের সঙ্গে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বেঙ্কাইয়া নাইডু।